গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

পত্র নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৮.১৭.১৪৭

তারিখ : ০৬ ভাদ্র ১৪২৪ ব. / ২১ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

**বিষয় :** ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চলতি খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণের নিমিত্ত সর্বমোট ৯০.৮৬৭৬০ লক্ষ (৯০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৬০ টাকা) টাকার অর্থ ছাড় মঞ্জুরি।

মহোদয়,

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, কৃষি **পুনর্বাসন** বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩-৪৩০১-০০১২-৫৯৭১-কৃষি পুনর্বাসন মঞ্জুরি খাতে বরাদ্দকৃত ১০০০০.০০ লক্ষ (একশত কোটি) টাকা হতে চলতি খরিপ-২ মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কলার ভেলায় আপদকালীন সময়ের জন্য রোপা আমনের ভাসমান বীজতলা তৈরির নিমিত্ত ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ১ শত ৬০ টাকা, আপদকালীন সময়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণের জন্য ৩ লক্ষ ২ হাজার ৪ শত টাকা এবং আপদকালীন সময়ের জন্য নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণের নিমিত্ত ৮০ লক্ষ ২৬ হাজার ২ শত টাকাসহ সর্বমোট (৭.৫৮১৬০ + ৩.০২৪০০ + ৮০.২৬২০০) = ৯০.৮৬৭৬০ লক্ষ (৯০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৬০ টাকা) টাকার বিভাজন অনুযায়ী মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর অনুকূলে নিম্নরূপ শর্তাবলীর আলোকে ব্যয় করার জন্য এতদ্দ্বারা ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি।

০২। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বন্যা মোকাবিলায় ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিশেষ সহায়তা বাবদ আপদকালীন সময়ে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক নং | কার্যক্রমের নাম | মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|
| ১ | কলার ভেলায় আপদকালীন সময়ের জন্য রোপা আমন ফসলের ভাসমান বীজতলা তৈরি | ৭.৫৮১৬০ |
| ২ | চলতি মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আপদকালীন নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ | ৩.০২৪০০ |
| ৩ | চলতি মৌসুমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আপদ কালীন নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণ | ৮০.২৬২০০ |
| | মোট | ৯০.৮৬৭৬০ |

(কথায়) মোট : নববই লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশত ষাট টাকা।

শর্তাবলীঃ

(১) এ অর্থ ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট **কৃষি পুনর্বাসন** কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা/পদ্ধতি, যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান এবং নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ;

(২) ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPR 2008 অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে ;

(৩) এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা পরিহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

(৪) অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে এ পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে ;

(৫) ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সরকারি কোষাগারে জমা/সমর্পণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোডে সমন্বয় করতে হবে;

(৬) ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন ;

(৭) অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জনু ২০১৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে ;

আপনার বিশ্বস্ত

(কে এম আবদুল ওয়াদুদ)
উপসচিব
ফোন নং ৯৫৪০৯৬৪

চলমান পাতা/২ .....

পত্র নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৮.১৭.১৪৭ তারিখ : ০৬ ভাদ্র ১৪২৪ ব. / ২১ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

আদেশের দুই কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এককপি পৃষ্ঠাংকনপূর্বক প্রধান হিসাব রক্ষণকর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।

(কে এম আবদুল ওয়াদুদ)
উপসচিব

নং তারিখঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আদেশের অনুলিপি প্রধান হিসাব রক্ষণকর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

উপসচিব
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

পত্র নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০২৮.১৭.১৪৭ তারিখ : ০৬ ভাদ্র ১৪২৪ ব. / ২১ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

**অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব, উপকরণ/সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১৫. জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১৬. প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
১৭. হিসাব রক্ষণকর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(কে এম আবদুল ওয়াদুদ)
উপসচিব

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চলতি রোপা আমন মৌসুমে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি, আপদ কালীন সময়ে নাবী জাতের রোপা আমন বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন বীজতলা তৈরির বিশেষ কার্যক্রম।

বাস্তবায়ন নীতিমালা/পদ্ধতিঃ

- ক্ষতিগ্রস্থ ১ জন কৃষক ১ বিঘা আমন ধানের জমি রোপনের জন্য শুধুমাত্র ধানের চারা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হবেন;
- আমন ধানের বীজ বিতরণের ক্ষেত্রে ১জন কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ৫ কেজি ধানের বীজ বিনামূল্যে পাবেন ;
- ১ জন কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য শুধুমাত্র আমন ধানের বীজ অথবা চারা প্রাপ্ত হবেন ;
- যে কৃষক বীজ পাবেন তিনি কোন ক্রমেই ধানের চারা পাবেন না ;
- যিনি আমন ধানের চারা পাবেন তিনি কোনক্রমেই আমন ধানের বীজ পাবেন না ;
- ইউনিয়ন কৃষি কমিটির প্রস্তুতকৃত তালিকা উপজেলা কৃষি ও পুনর্বাসন কমিটির সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাভুক্ত কৃষকই শুধুমাত্র এই সুবিধা পাবেন ;
- আমন ধানের বীজ/চারা গ্রহণের সুবিধা প্রাপ্ত ১ জন কৃষক কৃষি প্রণোদনার সুবিধাও পেতে পারবেন ;
- বিতরণের পর কৃষকের মাষ্টার রোল উপজেলা কৃষি অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে ;
- ধানের চারা প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যে উপজেলাতে বিতরণ হবে সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চালানের মাধ্যমে কত বিঘা জমির চারা দিলেন তার উল্লেখ করবেন ;
- সকল প্রকার উপকরণ বিতরণ শেষে সমন্বয় জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর দাখিল করে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করতে হবে।

(মো: সিরাজুল হায়দার এনডিসি)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়।